উত্তরবঙ্গের সমতলের চা শিল্প ঃ বিকাশ ও সম্ভাবনা

ভূমিকাঃ সমতলে ক্ষুদ্রায়তন চা চাষের পথিকৃত জেলা পঞ্চগড়। ২০০০ সালে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায়, ২০০৭ সালে ঠাকুরগাঁও এর বালিয়াডাঙ্গী ও লালমনিরহাটের হাতিবান্ধায় এবং ২০১৪ সালে নীলফামারীর কিশোরগঞ্জে ও দিনাজপুরের বীরগঞ্জে ক্ষুদ্র পর্যায়ে চায়ের চাষ শুরু হয়। একসময়ের পতিত গো-চারণ ভূমি ও দেশের সবচেয়ে অনুন্নত জেলা এখন চায়ের সবুজ পাতার সমাহার। হিমালয় কন্যা খ্যাত সবুজ শ্যামলে ঘেরা দেশের সর্ব উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে চা চাষ শুরুর পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল ১৯৯৬ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে। তারই প্রেক্ষিতে ১৯৯৯ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশ চা বোর্ডের প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট ও বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউটের একটি বিশেষজ্ঞ দল পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় জরিপ চালিয়ে প্রায় ৪০,০০০ একর জমিতে চা চাষের সম্ভাবনা সম্পর্কে নিশ্চিত হন। সেই থেকে হাটি হাটি পা পা করে পঞ্চগড়ের চা আজ ব্যাপক পরিচিত লাভ করেছে। উত্তরাঞ্চলে ক্ষুদ্রায়তন চা শিল্পের বিকাশে বাংলাদেশ চা বোর্ডের ভূমিকা অনস্বীকার্য। উত্তরবঙ্গের চায়ের উৎপাদন ও গুণগতমান বাড়াতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ চা বোর্ড এবং এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট ও প্রকল্প উন্নয়ন ইউনিট নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের চায়ের পরিসংখ্যানিক তথ্যঃ ২০২০ সালে উত্তরবঙ্গের পঞ্চগড়, ঠাকুরগাও, নীলফামারী, দিনাজপুর ও লালমনিরহাট জেলায় ১০টি নিবন্ধিত ও ১৭টি অনিবন্ধিত চা বাগানের এবং ৭,৩১০ জন ক্ষুদ্র চা চাষিদের ১০,১৭০.৫৭ একর জমিতে ৫,১২,৮৩,৩৮৬ কেজি সবুজ কাঁচা চা পাতা এবং ১৮টি চা ফ্যাক্টরীতে ১,০৩,১০,৪১০ কেজি তৈরি চা উৎপাদিত হয়েছে। যা বিগত সকল বছরের রেকর্ডকে ছাড়িয়ে যায়। বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় ৫টি ক্ষুদ্র চা চাষি সমবায় সমিতি ও ২০টি ভিপি চা নার্সারীকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক বর্তমানে উত্তরবঙ্গের পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও ও লালমনিরহাটে মোট ৩৫টি চা কারখানাকে অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে।

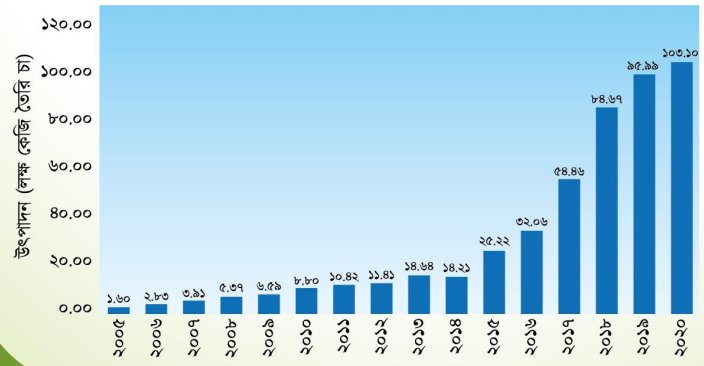

উত্তরবঙ্গে বছর ভিত্তিক চা উৎপাদনের পরিমাণ

বর্তমান সরকারের আমলে উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের উন্নয়নের সামগ্রিক চিত্র ঃ

- উত্তরবঙ্গে ক্ষুদ্র পর্যায়ে চা চাষ সম্প্রসারণের নিমিত্তে ২০০২ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত সময়ে ৮৮৬.৩৩ লক্ষ টাকা ব্যয় সাপেক্ষে বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক "ডেভেলপমেন্ট অব স্মল হোল্ডিং টি কালটিভেশন ইন নর্দান বাংলাদেশ" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- পঞ্চগড়ের ক্ষুদ্র চা চাষকে আরও বিকশিত ও তরান্বিত করতে ২০১৪ সালে FAO এর অর্থায়নে সিএফসি প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র চা চাষিদের মাঝে ৪.০০ লক্ষ চা চারা বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।
- ২০১৫-২০২১ মেয়াদে ৭৪০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক "এক্সটেনশন অব স্মল হোল্ডিং টি কাল্টিভেশন ইন নর্দান বাংলাদেশ" শীর্ষক একটি প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- ২০১৭-২০১৮ মেয়াদে USAID এর অর্থায়নে "Integrated Pest Management (IPM) approaches to major pests of tea for sustainable tea production" শীর্ষক একটি গবেষণা প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- পঞ্চগড়ে চা চাষের ফলে চা বাগান ও চা কারখানায় ২০,০০০-২৫,০০০ জন লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে।
- ক্ষুদ্র চা চাষিদের উৎপাদিত কাঁচা পাতা বটলিফ চা কারখানায় ন্যায্যমূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- পঞ্চগড়স্থ বাংলাদেশ চা বোর্ড আঞ্চলিক কার্যালয়ে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও পেস্ট ম্যানেজমেন্ট ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উত্তরবঙ্গের চা বাগান ও ক্ষুদ্র চা চাষিদের জন্য চা আবাদী ব্যবস্থাপনার উপর দুই দিনব্যাপি মোট ১৫টি বার্ষিক প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে।
- চা বোর্ড কর্তৃক চা আবাদীর বিভিন্ন বিষয়ের উপর ২৮৮টি হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।
- উত্তরবঙ্গের চা বাগানসমূহে সরেজমিনে ১,৫৮০টি উপদেশমূলক ভ্রমণ করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ চা বোর্ড কর্তৃক ক্ষুদ্র চাষিদের পাতা পরিবহণের নিমিত্তে ২টি পিকআপ এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- চা বোর্ডের সুপারিশক্রমে রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক চা চাষীদের মাঝে ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৫ হাজার টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।
- 'দুটি পাতা একটি কুঁড়ি' নামক একটি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে চা তথ্য ও প্রযুক্তিসেবা সহজীকরণ করা হয়েছে।
- ক্ষুদ্র চা চাষিদের দোরগোড়ায় প্রশিক্ষণ সেবা পৌঁছে দিতে দেয়াল ও ছাদবিহীন 'ক্যামেলিয়া খোলা আকাশ স্কুল' চালু করা হয়েছে।
- পঞ্চগড়স্থ বাংলাদেশ চা বোর্ড আঞ্চলিক কার্যালয়ে 'বঙ্গবন্ধু চা গ্যালারী' স্থাপন করা হয়েছে।
- ২০২১ সালে পঞ্চগড়ে ১ম বারের মতো 'জাতীয় চা দিবস' উদযাপন ও চা প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।
- 'পঞ্চগড়ে চা চাষ ঃ সাফল্যের দুই দশক' শিরোনামে একটি বিশেষ বুলেটিন প্রকাশ করা হয়েছে।

আর্থসামাজিক উন্নয়নঃ উত্তরবঙ্গের পতিত ও অনাবাদি জমিতে চা চাষ করে ক্ষুদ্র কৃষকেরা একর প্রতি প্রায় ১০,০০০ কেজি কাঁচা পাতা উৎপাদন করে বছরে ২-৩ লক্ষ টাকা আয় করে থাকে। এতে ক্ষুদ্র পর্যায়ে চা চাষের মাধ্যমে কৃষকরা লাভবান হচ্ছেন এবং তাঁদের ভাগ্য পরিবর্তন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হচ্ছে। তাঁদের সন্তানেরা আজ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমাজে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে দিন দিন চা চাষে কৃষকদের আগ্রহ বাড়ছে।

উপসংহারঃ বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গে চা শিল্পের রয়েছে অপার সম্ভাবনা। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারিভাবেও চা চাষ সম্প্রসারণের জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। উত্তরাঞ্চলের চা আবাদী ও উৎপাদনের ক্রমবর্ধমান এ ধারা অব্যাহত রাখতে চাষিদের কাঁচা চা পাতার ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে হবে। ভবিষ্যতে পঞ্চগড়ে ১টি নিলামকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। বিশ্বের সর্বোৎকৃষ্ঠ নির্ভেজাল ও নিরাপদ পানীয় এ চায়ের চাষ বৃদ্ধির জন্য সরকারি ও বেসরকারিভাবে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে।

জরুরী প্রয়োজনে যোগাযোগঃ

ড. মোহাম্মদ শামীম আল মামুন
উর্ধবতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
ও
প্রকল্প পরিচালক
নর্দান বাংলাদেশ প্রকল্প
বাংলাদেশ চা বোর্ড, পঞ্চগড়।
মোবাইলঃ ০১৭১২১১৯৮৪৩

জনাব মোঃ আমির হোসেন
উন্নয়ন কর্মকর্তা
নর্দান বাংলাদেশ প্রকল্প
বাংলাদেশ চা বোর্ড, পঞ্চগড়।
মোবাইলঃ ০১৭৭১৫০৭৭৯২

জনাব মোহাম্মদ ছায়েদুল হক
সহকারী খামার তত্ত্বাবধায়ক
নর্দান বাংলাদেশ প্রকল্প
বাংলাদেশ চা বোর্ড
ঠাকুরগাঁও ও দিনাজপুর।
মোবাইলঃ ০১৭৩৯৪০৭২১২

জনাব মোঃ জায়েদ ইমাম সিদ্দিকী
উর্ধবতন খামার সহকারী
নর্দান বাংলাদেশ প্রকল্প
বাংলাদেশ চা বোর্ড, নীলফামারী।
মোবাইলঃ ০১৭৩৬০৩৬০৬৫

প্রকাশনায়ঃ নর্দান বাংলাদেশ প্রকল্প, বাংলাদেশ চা বোর্ড, পঞ্চগড়।

ডিজাইন ও মুদ্রণঃ বর্ণিল প্রিন্টিং প্রেস, পঞ্চগড়। #০১৭১৯ ২৪২৬৫৮